দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..01 JUL 2010... পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩...

ইতিহাস-ঐতিহ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও আত্মজিজ্ঞাসা

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ১ জুলাই। সে অনুযায়ী আজ ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পালিত হচ্ছে গৌরবময় ৮৯তম জন্মদিন। অর্থাৎ ৯০তম বর্ষে পদার্পণ করলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরও খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাই যেন ভুলে যাচ্ছেন এর প্রতিষ্ঠাকালের ইতিকথা। কারা তাদের সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কাদের বিরোধিতার মুখে পড়ায় বার বার আশাহত হন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা, বিলম্বিত হয় প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তনে। কেউ কেউ এমন আছেন যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের নাম পর্যন্ত জানেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিল একটি ঘটনা– 'বঙ্গভঙ্গ'। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের আমলে সংঘটিত 'বঙ্গভঙ্গ' বৃটিশ সরকারের দীর্ঘদিনের চিন্তা-গবেষণার ফসল, যার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮৫৪ সাল থেকে। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বলে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করে, যার ধারাবাহিকতায় আজো উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্রমাগতভাবে বিনষ্ট হয়ে চলেছে। অন্যদিকে কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার কারণে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ১৯০৫-১১ সালে বঙ্গমাতার অখণ্ডত্ব রক্ষার নামে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অবিভাজ্যতার ধুয়া তুলে একটি শ্রেণী প্রশাসনিক সুবিধার্থে নতুন প্রদেশ গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেন। সশস্ত্র আন্দোলন করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তোষামোদ করলে ও চাপ দিলে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। অথচ আসাম ও পূর্ববাংলা এক থাকলে আজকের ঢাকা থাকতো আরো অনেক সমৃদ্ধ সম্পদশালী। যেহেতু এই ভূখণ্ড অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড় ইত্যাদি বহু নামে ও ভাগে বিভক্ত থাকলেও 'বঙ্গমাতা' নামে কখনো অভিহিত ছিল না, সেহেতু 'বঙ্গমাতা'র অঙ্গচ্ছেদের প্রশ্নটি ছিল অবান্তর। যাই হোক ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবার হলে ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জের বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষণা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে হতভম্ব করে। সংবাদটি পূর্ব বাংলা ও আসামের শোষিত, বঞ্চিত মুসলমানদের নিকট ছিল বজ্রপাতের ন্যায়। মুসলমানরা নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও তাহজীব তমদ্দুন রক্ষার্থে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং বৃটিশ সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকলে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অসন্তুষ্টির ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে ঢাকায় চলে আসেন এবং সাগ্রহে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী এক বৈঠকে বসেন। সেখানে নবাব স্যার সুলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অনেক কথার পর তাকে জানান, যদি বঙ্গভঙ্গ রদ একান্তই পুনর্বিবেচনা না করা হয়, তবে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সর্বদিক দিয়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের বিকল্প দাবি, কমপক্ষে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। জবাবে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন, "That the Government of India realised that education was the true salvation of the Muslims and that the Government of India, as an earnest of their intentions, would recommend to the secretary state, the constitution of a University at Dhaka. On 2nd February, 1912 a Communique was published stating the decision of the Government of India that the constitution of a university of Dacca." (Dr. MA Rahim, 'The History of the University of Dacca. pp 4-5 Calcutta University Commission Report Vol. IV, P. 133)

১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎপূর্বক মুসলমানদের ধর্মীয় ও বুদ্ধিগত জীবনের কেন্দ্ররূপে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট লর্ড হেয়ার ও লর্ড চার্লস বেইলির দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে এক জনাকীর্ণ সংবর্ধনা সভায় দুটি মানপত্রের মাধ্যমে নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। এভাবে মুসলমান নেতৃবৃন্দের পৌনঃপুনিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এতে একযোগে বাধার সৃষ্টি করেন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা। তারা বিভিন্ন সভা সমিতি ও পত্র পত্রিকায় এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার জন্য বক্তৃতা এবং বিবৃতি প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে তারা সভা করেন। দু:খজনক, এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আহূত শোভাযাত্রা ও রাখিবন্ধন কর্মসূচীতেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (আমিনুল ইসলাম, বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, লেখা প্রকাশনী, ৫৬/ডি কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, ৭৩ পৃষ্ঠা : ১৪১)। পরিতাপ ও বিস্ময়ের ব্যাপার পূর্ববঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জমিদারী ছিল তার মুসলিম প্রজারা উচ্চশিক্ষিত হোক, তার কাব্য ও সাহিত্যের মূল্যায়ন করুক, তা তিনি চাননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভিসি স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে ড. স্যার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু গিরিশ চন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ বাংলার এলিটগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপি দিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন এবং ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত স্যাডলার কমিশনের কাছে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করতে থাকেন। এমনকি ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ড. রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু প্রতিনিধি দল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে এক ঘৃণ্য অভিমত প্রকাশ করেন এভাবে– 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে অভ্যন্তরীণ বঙ্গভঙ্গের সমতুল্য। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ অধিকাংশে কৃষক, অতএব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোনো উপকার হবে না; ইত্যাকার নেতিবাচক ও নৈরাজ্যজনক কথা'। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ১৯১২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকায়, ১০ ফেব্রুয়ারী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও ফরিদপুরে, ১১ ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ ও বরিশালে বিক্ষোভ সভা করেন। তাদের বক্তব্যের মূলকথা ছিল– ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে বিরোধিতার তীব্রতা বেড়ে যাবে। এর ফলে শিক্ষার মান নিম্নগামী হবে। কারণ পূর্ববাংলার অধিকাংশে মুসলমানই চাষা-ভুষা। (প্রফেসর মো. মোসলেম উদ্দীন শিকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি : সাম্প্রতিক সমীক্ষা, প্রকাশ-মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, ঢাকা, পৃঃ ৩৬)। A History of the Freedom Movement' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, পূর্ব বাংলার প্রায় দু'শ' গণ্যমান্য হিন্দু ঢাকার প্রখ্যাত উকিল বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে ভাইসরয়কে একটি স্মারকলিপি দেয়। হিন্দুদের এভাবে সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষোভ ও প্রতিহিংসায় তারা এটাকে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় ও ফোকা (hollow) বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি তারা এও বলেছিল, 'A good college (Dacca College) was killed to create a bad university' (আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আমার সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়')। যাহোক নবাব স্যার সলিমুল্লাহ প্রদত্ত প্রায় পাঁচশ একর জমি, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রদত্ত কয়েক লাখ টাকা এবং শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও তাগিদে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সকল বাধা দূরীভূত হয়। ১৯২১ সালের ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (প্রাগুক্ত)

১৫৮ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম বার্ষিক সভা ১৯২১ সালের ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতির ভাষণে প্রথম চ্যান্সেলর লরেন্স জন লুমনি ড্যানডাস বলেন, 'অত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এ অঞ্চলের মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন'।

এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ব্যথা লাগে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যারা প্রতিষ্ঠার সময়ে সবচেয়ে বেশি অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল তারাই শিক্ষার জোরে দখল করলো অধিকাংশ চাকরি-বাকরি। ৩টি অনুষদের ১২টি বিভাগের প্রথম ৫৪ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৮ জন ছিলেন মুসলমান। হাতে গোনা কয়েকজন ইউরোপীয় ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন হিন্দু। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে কলকাতা, এমনকি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় Teaching cum Affiliating বিশ্ববিদ্যালয় না হতে পারে সে জন্যও হিন্দু নেতারা বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বহু দেন-দরবার করেন। জনাব চৌধুরী জোর দাবি করেন, The college of the Eastern Bengal should be affiliated to the Dacca University...the interest of their higher education would continue to suffer as before, if their colleges are not treated separately. তবু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসহ যথার্থ মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। তবে দুঃখজনক হলো যাদের বিরোধিতার মুখে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে পড়ল এবং এটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তাদের খুশি করার জন্য অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হিসেবে আমরা যে আমাদের এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটিকে ঘোষণা দিচ্ছি; আমরা কি নিজেকে প্রশ্ন করেছি- সেই বিরোধী পক্ষ কতখানি অসাম্প্রদায়িক? কেন তারা সেদিন বিরোধিতা করেছিলেন?

❑ লেখক : সাংবাদিক